প্রাক্‌কথন

এম.এ ক্লাসে অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার কাছে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নিবিড় ভাবে পড়ার সূত্রে, প্রাথমিক ভাবে উনিশ শতকের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। আমার শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে অনেক ভাবনা চিন্তা আদান প্রদান ও আলোচনার পর অবশেষে, পিএইচ.ডি গবেষণার বিষয় হিসাবে 'উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ' শিরোনাম হিসাবে নির্ধারিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) প্রচেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশ হয় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই। ১৮৫৬-১৯০০ এই দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছরের সময়কালে রচিত বাংলা নাটকের কাহিনী বৃত্তে কিভাবে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ ও বিধবা চরিত্ররা জায়গা করে নিয়েছে তা অনুপুঙ্খ ভাবে আলোচনার চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে নাটকগুলি মঞ্চাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করারও চেষ্টা করেছি। একদল নাট্যকার উনিশ শতকের সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে দাঁড়িয়ে আবেগমাখা সমবেদনা, করুণা ও পরদুঃখকাতরতায় বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি দেখেছেন। আর একদল নাট্যকার 'বিধবা বিবাহ' বিষয়টিকে মুখরোচক কাহিনী হিসাবে তাঁদের নাটকে পরিবেশন করেছেন।

চল্লিশটির অধিক দুষ্প্রাপ্য নাটক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা 'উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ' তুলে ধরবার প্রয়াস করেছি। বর্তমান সময় থেকে দেড়'শ বছর পূর্বে কাঠ ও সীসার ব্লকে ছাপা বাংলা দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলির বেশ কিছু ছবি সন্নিবেশিত করেছি আমার অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট অংশে। যা দেখে বুঝে নিতে সুবিধা হবে 'বিধবা বিবাহ' আইনত চালু হবার পর বাংলা নাটক রচনার কাহিনীবৃত্তে ও শিরোনামে বিধবা প্রসঙ্গ কীভাবে স্থান করে নিয়েছিল।

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে, উনিশ শতকের যুগ প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সেকালের 'বিধবা বিবাহ' সমাজ আন্দোলন ও বিধবা বিবাহ বিষয়ক বাংলা নাটক রচনার অভিমুখ বিচার বিশ্লেষণ

করা এক দুরূহ কাজ। 'উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ' গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার জন্য উনিশ শতক বিষয়ক পুরনো গ্রন্থরাজি ও পত্র-পত্রিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থগারগুলিতে। কলকাতা 'ন্যাশানাল লাইব্রেরি', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' গ্রন্থাগার, 'চৈতন্য লাইব্রেরি', 'কোচবিহার রাজদরবার লাইব্রেরি', উত্তরপাড়া 'জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি', মহাজাতি সদন 'বিধান লাইব্রেরি', 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি', 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি' ব্যবহারকালে যে সমস্ত শিক্ষাবন্ধু কর্মীর সহায়তা পেয়েছি তাঁদেরকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

আমার চিন্তা-চেতনার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছেন আমার গুরু মহাশয়দের শিক্ষাচিন্তা। গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমার গুরুমহাশয়দের প্রণয়ণ করা গ্রন্থ ও চিন্তাভাবনার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছি। অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট, অধ্যাপক সুবোধ যশ, অধ্যাপক নিখিলেশ রায়, অধ্যাপক দীপক রায়, অধ্যাপক উৎপল মন্ডল, অধ্যাপক তপন মন্ডল প্রমুখকে এই অবসরে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে— মনোযোগী থেকেছি গবেষণা কর্মের বিষয় নিয়ে। যেকোনো সমস্যায় দিশারীর মত পথ দেখিয়েছেন, আমার শিক্ষয়িত্রী ও আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আমার বাবা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র সাহা ও শ্বশুর মহাশয় শ্রী মহিমচন্দ্র সাঁফুই আমার গবেষণা কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রতিনিয়ত মনোবল যুগিয়েছেন। তাঁদের আমি আশীর্বাদ ধন্য। এই অবসরে তাঁদেরকে জানাই প্রণাম। আমার বন্ধু অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা পাল আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন কালে খুঁটিনাটি নানান বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। গবেষণা পত্র রচনাকালে আমার দেড় বছরের কন্যাসন্তান আদিত্রী একটুও বিরক্তি উৎপাদন করেনি বরং মাতৃত্বের আদরে আমায় ভরিয়ে দিয়েছে। তাঁকে অনেক আশীর্বাদ।

শিলিগুড়ি
এপ্রিল, ২০১৯

গবেষক
দেবশ্রী সাহা